Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশীপ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুমতাজ আক্তার নিঝুম

রোলঃ 228021829

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশীপ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুমতাজ আক্তার নিঝুম

রোলঃ 228021829

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশীপ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুমতাজ আক্তার নিঝুম, আইডিঃ 228021829 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশীপ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

-

(স্বাক্ষর)

মুমতাজ আক্তার নিঝুম

আইডিঃ 228021829

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

◇ **প্রথম অধ্যায়: ইসলামী নৈতিকতা ও সম্পর্কের মৌলিক নীতি**

1. ইসলামে সম্পর্কের সংজ্ঞা
2. নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সীমা
3. মাহরাম ও গায়রে মাহরামের ব্যাখ্যা
4. বিবাহ এবং সম্পর্ক বৈধকরণের ইসলামী পদ্ধতি

◇ **দ্বিতীয় অধ্যায়: হারাম সম্পর্কের প্রকার ও রূপ**

1. হারাম সম্পর্ক কী?
2. প্রেম ও বিবাহের বাইরে সম্পর্কের ধরন
3. লিভ টুগেদার (Live Together)
4. পর্নোগ্রাফি ও ভার্চুয়াল প্রেম
5. সোশ্যাল মিডিয়া ও হারাম সম্পর্ক
6. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হারাম সম্পর্কের বিস্তার

◇ **তৃতীয় অধ্যায়: হারাম সম্পর্কের কোরআন ও হাদীসভিত্তিক মূল্যায়ন**

1. কোরআনের আলোকে হারাম সম্পর্কের প্রতিরোধ
2. হাদীস ও নবীজির নির্দেশনা
3. সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি

- **চতুর্থ অধ্যায়: হারাম সম্পর্কের পরিণতি ও ক্ষতি**

1. মানসিক ও সামাজিক ক্ষতি
2. পারিবারিক ব্যবস্থার অবনতি
3. যুব সমাজের বিপথগামিতা
4. বিবাহ বিমুখতা ও তার ফলাফল

- **পঞ্চম অধ্যায়: হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধে ইসলামি উদ্যোগ ও করণীয়**

1. ইসলামি শিক্ষার বিস্তার
2. পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি
3. মিডিয়া ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার
4. যুব সমাজের জন্য হালাল বিকল্প (বিবাহ, ইসলামি গাইডলাইন)

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে)

সমসাময়িক বিশ্বে হারাম সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। প্রেম, সহবাস ও লিভ টুগেদার ইত্যাদি সম্পর্কগুলো তরুণ সমাজে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী। এই গবেষণায় আমরা ইসলামের আলোকে হারাম সম্পর্ক কি? হারাম সম্পর্কের ধারণা, হারাম সম্পর্কের সূচনা, প্রকারভেদ, হারাম সম্পর্কের সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব, হারাম সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি , এবং হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধে ইসলামী করণীয় বিভন্ন ধাপ সম্পর্কেবিশ্লেষণ করবো।

প্রথম অধ্যায় ঃইসলামী নৈতিকতা ও সম্পর্কের মৌলিক নীতি

ইসলামে সম্পর্কের সংজ্ঞাঃ ইসলামে "সম্পর্ক" বলতে সাধারণত বোঝায় বিভিন্ন ধরনের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সামাজিক এবং ধর্মীয় সম্পর্কের ধারণা। এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে রয়েছে রক্ত সম্পর্ক (যেমন: বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন), স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক, এবং সাধারণভাবে মুসলিম সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। ইসলামে এই সম্পর্কগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, এবং দায়িত্ব পালন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।তেমনি ভাবে ইসলামে এসব সম্পর্কের সীমারেখাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং এই এসব সীমারেখা অনুসরণের মাধ্যমে হালাল ও হারাম সম্পর্কের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

পর্দা ও মাহরামের গুরুত্ব: মাহরাম কাকে বলে?

মাহরাম শব্দটি আরবী হারাম শব্দ থেকে এসেছে। ইসলামী পরিভাষায় মাহরাম দ্বারা বুঝায়, যাদেরকে বিবাহ করা হারাম বা অবৈধ এবং দেখা করা বা দেখা দেওয়া জায়েয বা বৈধ।

আল্লাহ তা'আলা মাহরাম সম্পর্কে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا]٣٣:٥٣[إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا]٣٣:٥٤[لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۗ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا]٣٣:٥٥[

অনুবাদ-হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, তবে অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।

যদি তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর অথবা তা গোপন রাখ (তবে জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। (৫৪)
নবী-স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভাইগণ, ভাইয়ের ছেলেরা, বোনের ছেলেরা, আপন নারীগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে তা পালন না করা অপরাধ নয়। আর হে নবী-স্ত্রীগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর সম্যক প্রত্যক্ষদর্শী।
(সুরা আল আহযাব ৫৩.৫৪.৫৫)

নারীদের মাহরাম পুরুষ।

১-বাপ, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমানু পুরুষগণ।
২-সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।
৩-শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন ক্রমানু পুরুষগণ।
৪-আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরষজাত পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানদের স্বামী।
৫-স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।
৬-ভাতিজা, ভাগিনা তথা সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্থন কোন ছেলে।
৭-আপন চাচা অর্থাৎ বাপের সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাই।
৮-আপন মামা তথা মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।
৯-দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরষজাত যে কোন পুত্র সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের স্বামী।
১০-দুধ সম্পর্কীয় বাপ, চাচা, মামা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমানু পুরুষগণ।

১১-দুধ সম্পর্কীয় ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরষজাত যে কোন পুত্র সন্তান।

১২-শরীয়ত অনুমোদিত বৈধ স্বামী।

১৩-যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ, যার মাঝে মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই আবার মহিলাদেরও তার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই আবার মহিলাদেরও তার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

১৪-অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক যার মাঝে এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উপরোক্ত পুরুষগণ ছাড়া কোনো নারীর জন্য অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হারাম। তবে নিয়ম মেনে শরিয়তের অনুমোদনসাপেক্ষে কথা বলা যাবে।

পুরুষের মাহরাম নারী।

১-মা।

২-দাদি।, নানী ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমানু মহিলাগণ।

৩-বোন [আপন হোক বা দুধ বোন বা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় হোক]।

৪-আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান ও ছেলে সন্তানদের স্ত্রী।

৫-বিবাহিত বৈধ স্ত্রী এবং যে স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান। স্ত্রীর মা অর্থাৎ শ্বাশুরী, দাদী শ্বাশুরী।

৬-ফুপু, তথা পিতার সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৭-খালা তথা মায়ের সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন।

৮-ভাতিজি, তথা সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে তাদের অধঃস্থন কন্যা সন্তান।

৯-ভাগ্নি তথা সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে ও তাদের অধঃস্থন কন্যা সন্তান।

১০-দুধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধঃস্থন যে কোন কন্যা সন্তান ও দুধ সম্পর্কীয় ছেলের স্ত্রী।

১১-দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুপু, নানী, দাদী ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমানু মহিলাগণ।

১২-দুধ সম্পর্কীয় বোন, দুধ বোনের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান।

১৩-যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা যার প্রতি পুরুষের কোন প্রকার আকর্ষণ নেই।

১৪-অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমন মেয়ে যার প্রতি পুরুষের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উপরোক্ত নারীগণ ছাড়া কোনো পুরুষের জন্য অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়েজ নয় এবং হারাম। তবে নিয়ম মেনে শরিয়তের অনুমোদনসাপেক্ষে কথা বলা যাবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকণ্যা; ভগিনীকণ্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকরী, দয়ালু। (সূরা নিসা, ২৩)

নারী - পুরুষের পর্দার বিধান

পুরুষ ও নারীর পর্দা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

صَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ]٢٤:٣٠[

ﮯوَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ]٢٤:٣١[

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ

করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। {সূরা নূর-৩০-৩১}

গায়রে মাহরাম এবং গায়রে মাহরামের সাথে পর্দার বিধান যেসব পুরুষের সামনে যাওয়া নারীর জন্য বৈধ নয় এবং যাদের সঙ্গে বিবাহবন্ধন বৈধ নারীর জন্য তারা গায়রে মাহরাম। তেমনিভাবে যেসব নারীর সঙ্গে দেখা করা কথা বলা পুরুষের জন্য বৈধ নয় কিন্তু তাদেরকে বিয়ে করা বৈধ সেসব নারী পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম। বিনা প্রয়োজনে গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা বলাও জায়েজ নয়। এমনকি প্রয়োজনে কথা বললেও তা যেন কোমল স্বরে না হয় সে ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে সতর্ক করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)32 (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও [ইহুদী খৃষ্টান)। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় পাও তবে আকর্ষণধর্মী ভঙ্গিতে কথা বলনা, যাতে যাদের মাঝে যৌনলিপ্সা আছে তারা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বরং তোমরা স্বাভাবিক কথা বল। এবং তোমরা অবস্থান কর স্বীয় বসবাসের গৃহে, জাহেলী যুগের মেয়েদের মত নিজেদের প্রকাশ করো না। {সূরা আহযাব-৩২}

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

অর্থ : আর তোমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। {সূরা আহযাব-৫৩}

নিকাহ (বিবাহ) এবং ইসলামের বৈধ সম্পর্কের কাঠামো

ইসলামে বিবাহ (নিকাহ) হল একটি বৈধ ও পবিত্র সম্পর্কের কাঠামো, যা একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সামাজিক, বৈধ ও নৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কেবল দৈহিক সম্পর্ক নয়, বরং পারিবারিক, মানসিক, এবং আত্মিক সম্পর্কের একটি পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি।

আল্লাহ বলেন:

وَ اَنۡکِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡکُمۡ وَ الصّٰلِحِیۡنَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَ اِمَآئِکُمۡ ؕ اِنۡ یَّکُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۳۲﴾

আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।

– [সূরা আন-নূর: ৩২]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে অপছন্দ করল, সে আমার উম্মত নয়।"
– (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

বিবাহের মূল উদ্দেশ্য চরিত্র রক্ষা ও পবিত্রতা অর্জন। বিবাহের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি ও ভালোবাসা লাভ করা যায় । বিবাহের মাধ্যমে বংশবিস্তার ও মানবজাতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তাছাড়া দ্বীনদার পরিবেশে পরিবার গঠন করতে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামে শুধু বিবাহের মাধ্যমেই গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের সম্পর্ক বৈধ হয়। বিবাহ ছাড়া যেকোনো দৈহিক সম্পর্ক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (হারাম) এবং গুনাহের কাজ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ হারাম সম্পর্কের সংজ্ঞা ও ধরন

হারাম সম্পর্ক কী?

হারাম সম্পর্ক বলতে ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে যে সম্পর্কগুলো নিষিদ্ধ ও পাপ বলে গণ্য হয়, তা বোঝানো হয়।

প্রেম সম্পর্ক বা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক:

বিবাহের আগে কোনো নারী-পুরুষের মধ্যে ভালোবাসা, প্রেম, ডেটিং, একান্তে সময় কাটানো বা শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ইসলাম অনুযায়ী হারাম। কারণ এতে জিনা, পাপ ও অনৈতিকতার ঝুঁকি থাকে।

লিভ টুগেদার ঃ

লিভ টুগেদার (Live Together) মানে হলো–একজন নারী ও একজন পুরুষ বৈবাহিক বন্ধন ছাড়াই একসাথে বসবাস করা এবং সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবনযাপন করা। পশ্চিমা সমাজে এটি অনেকটা "trial marriage" বা "পরীক্ষামূলক বিবাহ" হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণে এর অর্থ এবং ফল ভিন্ন।

ইসলামের দৃষ্টিতে লিভ টুগেদার:

১. স্পষ্টভাবে হারাম (নিষিদ্ধ)

ইসলাম অনুযায়ী, একজন নারী ও পুরুষ শুধুমাত্র বিবাহের মাধ্যমে বৈধভাবে একসাথে থাকতে পারে। বিবাহ ছাড়া একসাথে থাকা, একসাথে রাত যাপন করা, শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা–এসব স্পষ্টভাবে জিনা হিসেবে গণ্য হয়, যা বড় গুনাহ।

২. সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ

লিভ টুগেদার সম্পর্ক গোপন, দায়িত্বহীন এবং সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে। এতে পারিবারিক কাঠামো ভেঙে যায়, সন্তান জন্মালে তার স্বীকৃতি ও অধিকার ঝুঁকিতে পড়ে।

৩. পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা:

আল্লাহ বলেন:

وَ لَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَۃً ؕ وَ سَآءَ سَبِیۡلًا ﴿۳۲﴾

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না; নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।"

– (সূরা আল-ইসরা, ১৭:৩২)

এই আয়াতে বলা হয়েছে “কাছেও যেও না” , অর্থাৎ এমন কোনো পথেও যেও না যা জিনার দিকে নিয়ে যেতে পারে–যেমন: লিভ টুগেদার। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাজা লিভ টুগেদার অথবা বিবাহ ছাড়া একসাথে থাকা ইসলাম অনুযায়ী স্পষ্টভাবে হারাম এবং জিনা-সদৃশ কাজ।

পর্নোগ্রাফি ও ভার্চুয়াল সম্পর্ক।

পর্নগ্রাফি কী?

পর্নগ্রাফি হলো অশ্লীল ছবি, ভিডিও, গল্প বা যেকোনো কনটেন্ট যা মানুষকে যৌন উত্তেজনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্নগ্রাফি দেখা হারাম কারণ,তা চোখের জিনার অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَغُضُّوۡا مِنۡ اَبۡصَارِهِمۡ وَ یَحۡفَظُوۡا فُرُوۡجَهُمۡ ؕ ذٰلِكَ اَزۡكٰی لَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیۡرٌۢ بِمَا یَصۡنَعُوۡنَ ﴿۳۰﴾

"বলুন, মুমিনদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"

– সূরা আন-নূর (২৪:৩০)

চোখের জিনা মানে হলো হারাম জিনিস দেখা–যা ইসলামে গুনাহ।

নৈতিকতা ধ্বংস করে

এটি মানুষের মনকে কলুষিত করে, বাস্তব জীবনের সম্পর্ককে অশান্ত করে তোলে এবং মানসিক রোগও তৈরি করে।

আসক্তি ও একাকিত্ব বাড়ায়

পর্নগ্রাফি মানুষকে অস্বাভাবিক যৌন চাহিদার দিকে ঠেলে দেয়, যা হারাম সম্পর্ক বা আত্মনাশের পথে নিয়ে যেতে পারে।

ভার্চুয়াল সম্পর্ক (Virtual Relationship) কী?

ভার্চুয়াল সম্পর্ক বলতে বোঝায়–ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, চ্যাটিং অ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে তৈরি হওয়া ভালোবাসা বা ঘনিষ্ঠতা, যা বাস্তব জগতে হয়তো ঘটেও না।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহবহির্ভূত ভার্চুয়াল সম্পর্ক হারাম, যদি এতে থাকে:

ভালোবাসার কথা, রোমান্টিক বার্তা,

গোপনীয়তা, ভিডিও/ভয়েস চ্যাট,

শরীর বা রূপের বর্ণনা

বা যৌন উত্তেজক আলোচনা।

"শয়তান তোমাদের মধ্যে ফেতনা ছড়াতে চায়।" — (সূরা নূর, ২৪:২১)

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে ওঠা

সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে হারাম সম্পর্ক গড়ে ওঠা — ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ

আজকের ডিজিটাল যুগে সোশাল মিডিয়া যেমন: Facebook, Whats'app, Instragram, snapchat, TikTok ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সহজেই পরিচয়, কথা বলা, এবং ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। এই সম্পর্কগুলো অনেক সময় বিবাহবহির্ভূত প্রেম, ভার্চুয়াল ভালোবাসা, ভিডিও কল, রোমান্টিক চ্যাটিং, এমনকি অশ্লীলতার দিকে চলে যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো হারাম।

▦ কীভাবে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে হারাম সম্পর্ক গড়ে ওঠে?

পরিচয়ের নামে ইনবক্সে কথা বলা

"ভাইয়া/আপু" বা "বন্ধু" হিসেবে শুরু করে পরে ঘনিষ্ঠ হওয়া

ধীরে ধীরে রোমান্টিক বার্তা, ভয়েস/ভিডিও কল

একসময় দেখা করা, ছবি আদান-প্রদান, কিংবা জিনার পথে যাওয়া

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে হারাম সম্পর্ক

হারাম সম্পর্কের বিরুদ্ধে কুরআনের আয়াতসমূহ

وَ لَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّهٗ کَانَ فَاحِشَۃً ؕ وَ سَآءَ سَبِیۡلًا ﴿۳۲

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না; নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।"
– (সূরা আল-ইসরা, ১৭:৩২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)32 (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও [ইহুদী খৃষ্টান)। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় পাও তবে আকর্ষণধর্মী ভঙ্গিতে কথা বলনা, যাতে যাদের মাঝে যৌনলিপ্সা আছে তারা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বরং তোমরা স্বাভাবিক কথা বল। এবং তোমরা অবস্থান কর স্বীয় বসবাসের গৃহে, জাহেলী যুগের মেয়েদের মত নিজেদের প্রকাশ করো না। {সূরা আহযাব-৩২}

রাসূল (সা.) এর হাদীস ও দিকনির্দেশনা

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُمَا الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهُمَا الخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَالِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُه

"দুই চোখের ব্যভিচার হল হারাম দৃষ্টি দেয়া, দুই কানের ব্যভিচার হল পরনারীর কণ্ঠস্বর শোনা, যবানের ব্যভিচার হল অশোভন উক্তি, হাতের ব্যভিচার হল পরনারী স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হল গুনাহর কাজের দিকে পা বাড়ান, অন্তরের ব্যভিচার হল কামনা-বাসনা আর গুপ্তাঙ্গঁ তা সত্য অথবা মিথ্যায় পরিণত করে।" (মেশকাত ১/৩২)

সাহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গি

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন এমন মানুষ, যারা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সরাসরি সাহচর্য পেয়েছেন এবং ইসলামের শিক্ষা বাস্তবে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁরা হারাম সম্পর্ককে (বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষ সম্পর্ক) অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং সব ধরনের অনৈতিক সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতেন।

সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি হারাম সম্পর্ক নিয়ে:

১. তীব্র ঘৃণা ও সতর্কতা

সাহাবিরা জানতেন, হারাম সম্পর্ক শুধু ব্যক্তিগত নয় বরং সামাজিক ও আখিরাতের জন্যও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। তাঁরা কুরআনের এই আয়াতকে গভীরভাবে মেনে চলতেন:

"তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা এবং নিকৃষ্ট পথ।"

– (সূরা ইসরা: ৩২)

এই আয়াতের ভিত্তিতে সাহাবিরা শুধু ব্যভিচার নয়, ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায় এমন যেকোনো কিছু থেকেও দূরে থাকতেন — যেমন: নির্জনে থাকা, নজর নিয়ন্ত্রণ না করা, অশালীন কথা বলা ইত্যাদি।

২. চোখ ও হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা

সাহাবিগণ বিশ্বাস করতেন, হারাম সম্পর্কের শুরু হয় চোখ ও অন্তরের দুর্বলতা থেকে। এজন্য তাঁরা দৃষ্টির হেফাজত করতেন।

হাদীসে এসেছে:

"তুমি তোমার দৃষ্টিকে নিচু করো।"

– (সূরা নূর: ৩০-৩১
)

এক সাহাবি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন: "হে আল্লাহর রাসুল! যদি হঠাৎ কোনো নারীর দিকে চোখ পড়ে যায়?"

তিনি বলেন: "দ্বিতীয়বার না তাকাও।" — (মুসলিম
)

৩. সুন্নতের অনুসরণে আত্মনিয়ন্ত্রণ

সাহাবিরা নিজেদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী। যাদের পক্ষে বিয়ে সম্ভব ছিল না, তারা রোজা রাখতেন, কেননা রোজা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

৪. নবীজীর সাথেও ঘটেছে এমন পরিস্থিতি – সাহাবিদের আচরণ ছিল স্পষ্ট

একবার এক যুবক নবীজীর কাছে এসে বলল: "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে ব্যভিচার করতে দিন।" সাহাবিরা খুব রেগে গেলেন। কিন্তু রাসুল (সা.) শান্তভাবে তাকে বুঝিয়ে বলল
েন:

"তুমি কি চাইবে তোমার মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী কারো সঙ্গে কেউ এমন করুক?"

যুবক বলল: "না, হে আল্লাহর রাসুল!"

নবীজি বললেন: “তেমনি অন্যরাও চায় না। তাই এটা হারাম।”
– (আহমদ, তাবরা
নী)

এরপর তিনি তার জন্য দোয়া করলেন, এবং সেই যুবক বলেন: “এরপর থেকে হারাম কোনো চিন্তাও আমার মনে আসে না।”

চতুর্থ অধ্যায় ঃ হারাম সম্পর্কের সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব

মানসিক ও পারিবারিক ক্ষতি :

হারাম সম্পর্ক (বিবাহ বহির্ভূত প্রেম বা শারীরিক সম্পর্ক) ব্যক্তির জীবনে শুধু ধর্মীয় দিক থেকে গুনাহই নয়, বরং এটি মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে গভীর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিচে এর ক্ষতিগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

হারাম সম্পর্কের মানসিক ক্ষতি:

১. অস্থিরতা ও অপরাধবোধ

হারাম সম্পর্ক শুরুতে আকর্ষণীয় মনে হলেও ধীরে ধীরে এটি মানসিক চাপ, অপরাধবোধ ও ভয় তৈরি করে। একজন ব্যক্তি জানে সে ভুল করছে, তাই সে ভেতরে দগ্ধ হতে থাকে।

২. বিশ্বাসের অভাব ও আত্মসম্মানহানি

এধরনের সম্পর্ক সাধারণত সত্যিকারের বিশ্বাসে গড়ে ওঠে না। এতে একে অপরের প্রতি সন্দেহ, মিথ্যা বলা এবং আত্মমর্যাদাহানির ঘটনা ঘটে।

৩. আত্মঘৃণা ও হতাশা

ধর্মীয় শিক্ষা অনুযায়ী এটা গুনাহের কাজ হওয়ায়, বিশেষত মুসলিমদের মধ্যে আত্মঘৃণা তৈরি হয়। একসময় তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, নিজেকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে।

৪. মনের মধ্যে পবিত্রতা হারানো

চোখ, মন, এবং চিন্তা যখন হারাম দিকে যায়, তখন ইমান দুর্বল হতে থাকে। মন থেকে আল্লাহর ভয়, দয়া এবং আত্মিক শান্তি চলে যায়।

হারাম সম্পর্কের পারিবারিক ক্ষতি:

১. বৈবাহিক জীবনে ভাঙন

বিবাহিত কেউ হারাম সম্পর্কে জড়ালে, তার সংসার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ভেঙে যায় এবং ডিভোর্সের আশঙ্কা তৈরি হয়।

২. সন্তানদের ওপর প্রভাব

একটি পরিবারের পরিবেশে যদি হারাম সম্পর্ক, মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা থাকে, তাহলে সন্তানের মানসিক গঠনও নষ্ট হয়। তারা ভুল শিক্ষা ও উদাহরণ পায়।

৩. পরিবারের সুনাম নষ্ট

সমাজে যখন এ ধরনের সম্পর্ক প্রকাশ পায়, তখন পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের চোখে হেয় হতে হয়।

৪. দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বাসের সংকট

একবার বিশ্বাস ভেঙে গেলে তা আবার গঠন করা প্রায় অসম্ভব। এমনকি ভবিষ্যতের বৈধ সম্পর্কেও সন্দেহ এবং নিরাপত্তাহীনতা থেকে যায়।

 অতিরিক্ত সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতি:

শরীরিক রোগ: হারাম সম্পর্কের মাধ্যমে যৌন রোগ (STDs) ছড়াতে পারে।

অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ: যা সমাজ ও পরিবারে বড় সংকট তৈরি করতে পারে।

সমাজে নৈতিক অবক্ষয়: হারাম সম্পর্ক সমাজে জেনা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিবাহবহির্ভূত গর্ভধারণের মতো অবক্ষয় বাড়ায়।

সমাজে ব্যভিচারের বিস্তারঃ

হারাম সম্পর্ক সমাজে ব্যভিচার (জেনা) বিস্তার করার একটি প্রধান মাধ্যম। ইসলামে হারাম সম্পর্ক নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম কারণই হলো — এটি সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও ব্যভিচারের পথ সুগম করে দেয়।

নিচে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করছি, কিভাবে হারাম সম্পর্ক সমাজে ব্যভিচার ছড়িয়ে দেয়:

১. চোখের দৃষ্টি ও যোগাযোগের অবাধতা

হারাম সম্পর্ক সাধারণত শুরু হয় নির্দোষ মনে হওয়া কিছু বিষয় থেকে —

সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যাট

একসাথে পড়াশোনা বা কাজ

মজা বা কৌতুকের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা

এসব কিছু একসময় অন্তরকে দুর্বল করে দেয়। এরপর শুরু হয় গোপন যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎ, এবং অনুভূতির আদান-প্রদান যা ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে।

আল্লাহ বলেন:

“তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছে যেও না।”

– [সূরা ইসরা: ৩২]

০ এখানে “ধারে-কাছে যেও না” মানে শুধু জেনা নয়, জেনার দিকে নিয়ে যায় এমন সবকিছুও নিষিদ্ধ।

২. হারাম প্রেম → দৈহিক সম্পর্ক → ব্যভিচার

হারাম সম্পর্ক যখন আবেগের নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়ে যায়, তখন তা দৈহিক সম্পর্কেও রূপ নেয়। বিবাহ না করে প্রেম-ভালোবাসা, হাত ধরা, একসাথে সময় কাটানো এসব ধীরে ধীরে জেনায় পরিণত হয়।

সাহাবি ইবনে মাসউদ (র

া.) বলেন:

“চোখের জিনা হলো দৃষ্টি; মুখের জিনা হলো কথা; অন্তরের জিনা হলো আকর্ষণ; আর সত্যিকারের জিনা হলো যৌনমিলন।”

– (বুখারী

ও মুসলিম)

৩. সামাজিক স্বাভাবিকীকরণ (Normalization)

যখন সমাজে হারাম সম্পর্ককে "স্বাভাবিক", "প্রেম", বা "ব্যক্তিগত বিষয়" বলে মেনে নেওয়া হয়, তখন জেনাও আর গর্হিত বলে মনে হয় না।

ফলাফল:

অল্প বয়সে প্রেমের চর্চা

পাবলিকলি একসাথে চলাফেরা

“মেয়ে-ছেলের ফ্রেন্ডশিপ” নামে সম্পর্ক বৈধ করে নেওয়া

বাবা-মা ও শিক্ষকও চুপ থাকেন

এসব কিছু ব্যভিচারকে বাড়ায় এবং জেনা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. পরিবার ভাঙন ও অনৈতিকতার প্রজন্ম গড়া

হারাম সম্পর্কের কারণে বিবাহবহির্ভূত সন্তান জন্ম নেয়, পরিবার ভেঙে যায়, সন্তানেরা অনিরাপদ পরিবেশে বড় হয়। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মও অনৈতিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৫. আল্লাহর গজব ও সমাজে বিপর্যয়

জেনা সমাজে ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহর গজব নেমে আসে। হাদীসে রাসুলুল্লাহ

(সা.) বলেন:

"যখনই কোনো জাতির মধ্যে জেনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা তা প্রকাশ্যে করতে থাকে, তখন তাদের মাঝে এমন রোগ ছড়িয়ে পড়ে, যা তাদের পূর্বসূরিদের মাঝে ছিল না।"
– (ইবনে মাজাহ)

যুব সমাজের বিপথগামিত

হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যুব সমাজের বিপথগামীতা আজকের সময়ের এক ভয়াবহ বাস্তবতা। যুবক-যুবতীরা যখন বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, সম্পর্ক ও শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় জড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের জীবনের দিকনির্দেশনাই বদলে যায় — ঈমান দুর্বল হয়, পড়াশোনা ও ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরিবারে কলহ বাড়ে, আর সমাজে নৈতিকতা ভেঙে পড়ে।
হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যুব সমাজ কিভাবে বিপথগামী হয়?

১. জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলা

যুব সমাজের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সময়, মনোযোগ ও স্বপ্ন। কিন্তু হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে গেলে তারা এই শক্তিকে অপচয় করে:
প্রেমে পড়ে পড়াশোনা ও ক্যারিয়ার থেকে মনোযোগ সরে যায়
গোপন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে মিথ্যা, প্রতারণা, চাপ ইত্যাদিতে জড়ায়
হালাল ও হারাম বিভেদ ধীরে ধীরে মুছে যায়

২. মানসিক অবসাদ, উদ্বেগ ও হতাশা

হারাম সম্পর্ক কখনোই নিরাপদ বা স্থায়ী নয়। এতে থাকে:
প্রতারণার ভয়
সামাজিকভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়
ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা
ফলে যুবক-যুবতীরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে — অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়।

৩. ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়া

ইসলামে হারাম সম্পর্ক স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। যুবক-যুবতীরা যখন বারবার এই গুনাহে পড়ে, তখন তাদের অন্তরে তাকওয়া দুর্বল হয়। তারা আল্লাহর ভয় হারায়, নামাজ, কুরআন, দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়।
রাসুল (সা.) বলেন:
"যখন কেউ ব্যভিচার করে, তখন তার ঈমান হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়।"
– (বুখারী)

৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পতন

সম্পর্ক চালাতে গিয়ে খরচ বাড়ে (উপহার, গোপন দেখা, ঘোরাঘুরি ইত্যাদি)

যুবকরা চাকরি বা ব্যবসার চেয়ে প্রেমকে প্রাধান্য দেয়

সমাজে যুবকদের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়

৫. অনৈতিকতার চর্চা ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস

হারাম সম্পর্কের ফলে:

যৌনতা আগেই শুরু হয়, যা পরিণামে ব্যভিচার, অবৈধ সন্তান ও সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে

যুব সমাজ বিয়েকে মূল্যহীন ভাবতে শুরু করে

তাদের চরিত্র, দায়িত্ববোধ ও ভবিষ্যৎ পরিবার গঠনের সক্ষমতা হারিয়ে যায় ।

বিবাহ ব্যবস্থার প্রতি অনাগ্রহ

বর্তমান সময়ে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা হলো — যুব সমাজের মধ্যে বিবাহ নিয়ে অনাগ্রহ। তারা বিয়ে বিলম্ব করছে, কিংবা বিয়েই করতে চাইছে না। এই প্রবণতা শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, পুরো সমাজের নৈতিক ও পারিবারিক কাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলছে।

বিবাহ থেকে অনাগ্রহের প্রধান কারণসমূহ:

১. ক্যারিয়ার ও শিক্ষা প্রথমে

অনেকে মনে করে, আগে ক্যারিয়ার গড়বো, তারপর বিয়ে করবো। ফলে বয়স বাড়ে, এবং আগ্রহ কমে যায়।

২. অতিরিক্ত যৌতুক, খরচ ও সামাজিক চাপ

বিয়ের খরচ অনেক বেশি (মেহেদি, অনুষ্ঠান, গয়নাগাটি)

যৌতুক বা প্রথাগত চাহিদা বিয়েকে কঠিন করে তোলে

৩. হারাম সম্পর্কের প্রভাব

অনেকেই গোপনে হারাম সম্পর্ক করে, যা বিয়ের প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দেয়। তারা মনে করে, সম্পর্ক তো আছেই, বিয়ের কী দরকার?

৪. অশ্লীলতা ও সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি

অশ্লীল কনটেন্টের কারণে মানুষের চাহিদা বিকৃত হয়। বাস্তবিক, দায়িত্বশীল দাম্পত্য জীবন তাদের কাছে বোঝা মনে হয়।

৫. বিয়েকে দায়িত্ব মনে করা, উপভোগ নয়

আজকের সমাজে বিয়েকে আনন্দ নয়, বরং দায়িত্ব, ঝামেলা ও স্বাধীনতার বাধা হিসেবে ভাবা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধে ইসলামী করণীয়

ইসলামী শিক্ষার প্রসার

হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধে ইসলামি শিক্ষার প্রশার: একটি অনিবার্য সমাধান

বর্তমান সমাজে হারাম সম্পর্ক, প্রেম, ব্যভিচার ও অশ্লীলতার বিস্তার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এসব গুনাহ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে হলে কেবল আইন বা শাস্তি নয়, দরকার আত্মিক সংস্কার — যার মূল উপায় হলো ইসলামি শিক্ষার প্রশার।

হারাম সম্পর্ক কেন বাড়ছে?

সংক্ষেপে কারণ:

আল্লাহভীতি ও পরকালের জবাবদিহিতার বোধের অভাব

কুরআন-হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে থাকা

সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীলতার সহজপ্রাপ্তি

বিয়েকে জটিল করা ও হারাম সম্পর্ককে “স্বাভাবিক” মনে করা

ইসলামি শিক্ষা কিভাবে হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধ করে?

১. আল্লাহভীতি (তাকওয়া) সৃষ্টি করে

যখন একজন মানুষ জানে —

“আমার প্রতিটি কাজ, দৃষ্টি ও কথাবার্তা আল্লাহ দেখছেন” ,

তখন সে নিজেকে সংযত রাখে।

আল্লাহ বলেন:

“নিশ্চয়ই যারা গোপনে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।”

– (সূরা মূলক: ১২)

২. হারাম ও হালাল সম্পর্কের স্পষ্ট সীমারেখা শেখায়

ইসলামি শিক্ষা মানুষকে শেখায়:

কোন সম্পর্ক হালাল (বিবাহ)

কোন সম্পর্ক হারাম (যেনা, প্রেম, গোপন চ্যাট)

এতে করে মানুষ সম্পর্কের সীমা সম্পর্কে সচেতন হয়।

৩. সুন্নাহভিত্তিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে

ইসলামি শিক্ষা শুধু তথ্য নয়, বরং চরিত্র গঠন (আখলাক) শেখায়।

শিষ্টাচার, লজ্জাশীলতা, দৃষ্টি সংযম, এবং ন্যায়পরায়ণতা — এগুলো হারাম পথে যাওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

হাদীস: "লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"
– (মুসলিম)
৪. বিয়েকে সহজ ও উৎসাহজনক করে তোলে
ইসলামি শিক্ষা বিয়েকে হালাল ও পবিত্র জীবনযাপনের পথ হিসেবে তুলে ধরে।
রাসূল (সা.) বলেন:
"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। এটি চোখকে নিম্নগামী করে এবং যৌনতাকে সংযত রাখে।"
– (বুখারী)
৫. হারাম সম্পর্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করে
যখন কেউ জানে জেনা করলে আল্লাহর গজব, কবরের আযাব, এবং আখিরাতের শাস্তি অপেক্ষা করছে — তখন সে গুনাহ থেকে দূরে থাকে।
আল্লাহ বলেন:
"তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছে যেও না, এটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।"
– (সূরা ইসরা: ৩২)
ইসলামি শিক্ষা প্রশারের করণীয় সমূহ:
১. স্কুল-কলেজে ইসলামি নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা
- যৌবনের শুরুতেই নৈতিক ও দ্বীনি মূল্যবোধ শেখানো
- হারাম সম্পর্কের ক্ষতি ও দৃষ্টান্ত আলোচনা
২. মসজিদভিত্তিক যুবকেন্দ্রিক কর্মসূচি
- নিয়মিত কুরআন-হাদীসের আলোচনার ব্যবস্থা
- ইসলামি বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও কাউন্সেলিং
৩. সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামি দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়া
- ছোট ভিডিও, রিল, পোস্ট দিয়ে হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকার বার্তা
- প্রভাবশালী ইসলামি ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে সচেতনতা
৪. পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ গঠন
- মা-বাবা যেন সন্তানের সামনে ভালো চরিত্রের উদাহরণ হয়
- প্রযুক্তি ব্যবহারে সীমা নির্ধারণ ও নজরদারি

পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসন জোরদার

হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধে পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসন জোরদার:

বর্তমান সমাজে হারাম সম্পর্কের বিস্তার রোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে পরিবার। কারণ একটি মানুষ প্রথম যে শিক্ষা, চরিত্র ও মূল্যবোধ পায় — তা আসে তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে। যদি পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসন, তাকওয়া এবং নৈতিকতা দৃঢ় হয়, তাহলে সন্তান হারাম সম্পর্কে জড়ানোর আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়।

পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা কেন?

১. শিশু মন গঠনের সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

- একজন শিশুর চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস গড়ে উঠে তার পরিবারে

- যদি পরিবারে ইসলামি মূল্যবোধ ও দ্বীনি চর্চা থাকে, তাহলে হারাম পথে যাওয়ার ঝুঁকি কমে যায়

২. যুবসমাজের বিপথগামিতার বড় কারণ পারিবারিক উদাসীনতা

- মা-বাবা যদি ধর্মীয়ভাবে উদাসীন হন, সন্তানেরাও তাই হয়

- অনেক পরিবারে নামাজ, পর্দা, লজ্জাশীলতা, হারাম-হালাল নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না

পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসন কীভাবে হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধ করে?

১. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি তৈরি হয়

- যদি সন্তানের মাঝে ছোটবেলা থেকেই বলা হয়:

"আল্লাহ তোমাকে সবসময় দেখছেন" ,

তাহলে সে গোপনে হারাম সম্পর্ক করতে ভয় পায়

২. লজ্জাশীলতা ও শালীনতার চর্চা হয়

- ইসলামি অনুশাসনে বড় হওয়া সন্তানেরা দৃষ্টি সংযম, পোশাকের শালীনতা ও সম্পর্কের সীমা মেনে চলে

৩. হারাম সম্পর্ক যে গুনাহ তা বুঝে

- কুরআনের আয়াত, হাদীস ও বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সন্তানকে শেখালে সে বুঝতে পারে হারাম সম্পর্ক শুধু আনন্দ নয়, ভয়াবহ গুনাহ

৪. সন্তান খোলামেলা আলোচনা করতে পারে

- পরিবারে ইসলামি পরিবেশ থাকলে সন্তান ভয় না পেয়ে মা-বাবার সঙ্গে প্রেম, সম্পর্ক বা সমস্যার বিষয়ে কথা বলতে পারে

- এতে করে সে গোপনে হারাম পথে না গিয়ে পরামর্শ নিতে পারে

পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসন জোরদারে করণীয়:

১. নামাজ কায়েম করা

- ঘরে সব সদস্য একসাথে নামাজ আদায় করলে সেটা সন্তানের জন্য জীবন্ত শিক্ষা

২. কুরআন-হাদীস শিক্ষা ও চর্চা

- পরিবারের সদস্যদের জন্য নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস পাঠ, ইসলামি গল্প শুনানোর ব্যবস্থা রাখা

৩. পর্দা ও শালীনতা রক্ষা করা

- মা-বাবা নিজেরাই পোশাক, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামি অনুশাসন মেনে চললে সন্তানেরাও অনুকরণ করে

হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধে মিডিয়া ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার: একটি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমান যুগে মিডিয়া ও প্রযুক্তি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, টেলিভিশন, ইউটিউব — এসব প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে যেমন উন্নয়ন সম্ভব, তেমনি ভুল ব্যবহারে নৈতিক পতন ও হারাম সম্পর্কের বিস্তার ঘটে।

প্রযুক্তি ও মিডিয়ার মাধ্যমে হারাম সম্পর্কের বিস্তার: বাস্তবচিত্র

অবাধ মেসেজিং ও ভিডিও চ্যাটে গোপন প্রেম

অশ্লীল ছবি, শর্ট ভিডিও, রিলস, সিরিজে হারাম সম্পর্কের প্রশংসা

সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরিচিতদের সাথে প্রেমালাপের সুযোগ

ওয়েব সিরিজ/ড্রামা/সিনেমায় বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে “স্বাভাবিক” দেখানো

ফলাফল?

যুব সমাজ হারামকে হালাল মনে করছে, লজ্জা হারিয়ে ফেলছে, পরিবার ভেঙে যাচ্ছে।

ইসলামি দৃষ্টিতে প্রযুক্তি ও মিডিয়া:

ইসলামে প্রযুক্তি নিষিদ্ধ নয়, বরং এটি নিরপেক্ষ একটি মাধ্যম।

এর ব্যবহার যদি ভালো উদ্দেশ্যে হয় — তাহলে এটি নেক আমল; আর যদি হারাম উদ্দেশ্যে হয় — তখন তা

গুনাহ।

আল্লাহ বলেন:

“কান, চোখ এবং অন্তর — এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

– (সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৬)

হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধে প্রযুক্তি ও মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার: করণীয়

১. ইসলামি কনটেন্ট ছড়িয়ে দেওয়া

ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে হালাল সম্পর্ক, তাকওয়া, চরিত্র গঠনের ভিডিও, শর্টস, রিলস তৈরি করা

ইসলামি স্কলারদের লেকচার, খুতবা, তরুণদের জন্য বাস্তবমুখী আলোচনা

২. অশ্লীলতা ব্লক করা ও রিপোর্ট করা
ওয়েব ফিল্টার, মোবাইল অ্যাপ দিয়ে অশ্লীল ওয়েবসাইট, সিরিজ ব্লক
হালাল নয় এমন কনটেন্ট রিপোর্ট করে বন্ধে সহায়তা
৩. নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি ব্যবহার শেখানো
মোবাইল ব্যবহারে সময়সীমা নির্ধারণ
একাকী অবস্থায় ফোন/ইন্টারনেট ব্যবহার না করা
বন্ধু/পরিবারের মধ্যে ওপেন আলোচনা চালু রাখা
৪. পরিবারে নজরদারি ও সচেতনতা
সন্তান কী দেখছে, কী শুনছে — সেদিকে অভিভাবকদের সচেতন নজর
পর্দা, হায়া, হালাল সম্পর্কের বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা
৫. হারাম সম্পর্কবিরোধী কনটেন্ট প্রযোজন
নাটক, শর্ট ফিল্ম, অ্যানিমেশন, ওয়েবসিরিজে হারাম সম্পর্কের ক্ষতি ও হালাল বিকল্প দেখানো
সাহিত্য, কবিতা, সংগীতেও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দেওয়া ।

হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধে যুব সমাজের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা

হালাল বিবাহ ■ ইসলামি শিক্ষা ■ সচেতনতা

আজকের যুব সমাজ হলো আগামীর উম্মাহর ভিত্তি। কিন্তু বর্তমান যুগে হারাম সম্পর্ক, প্রেম, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের প্রলোভনে তারা বিপথে যাচ্ছে। ইসলাম এই পরিস্থিতির গভীরতা বুঝে হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচার জন্য হালাল ও কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছে।

যুব সমাজের বিপথগামিতার মূল কারণগুলো:

হালাল সম্পর্কের পথ (বিবাহ) কঠিন ও ব্যয়বহুল করে ফেলা
ইসলামি শিক্ষার অভাব
অবাধ ইন্টারনেট ও অশ্লীল মিডিয়ার সহজলভ্যতা
পরিবার ও সমাজের নৈতিক দিকনির্দেশনার অভাব
যৌবনের স্বাভাবিক চাহিদার প্রতি উদাসীনতা
সমাধান: হারাম সম্পর্কের বদলে হালাল বিকল্প ব্যবস্থা
১. হালাল ও সহজ বিবাহ ব্যবস্থা চালু করা

করণীয়:

সমাজে বিয়েকে সহজ ও হালাল প্রেমের একমাত্র পথ হিসেবে তুলে ধরা
যৌতুক, বাহুল্য খরচ, সামাজিক স্ট্যাটাসের অহঙ্কার বাদ দেওয়া
অল্পবয়সে বিয়েকে উৎসাহিত করা (শরিয়তের সীমার মধ্যে)
রাসূল (ﷺ) বলেন:

"তোমাদের মধ্যে যার বিয়ের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। এটা চোখকে সংযত রাখে ও লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"

– (বুখারী)

২. ইসলামি শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের কর্মসূচি

করণীয়:

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ইসলামি নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা

তরুণদের জন্য ইসলামি ক্যাম্প, ওয়ার্কশপ, হাদীস ক্লাস আয়োজন

দাওয়াহ ভিত্তিক মিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করা (ইউটিউব, ফেসবুক, শর্টস)

আল্লাহ বলেন:

"তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে রক্ষা করো একটি আগুন থেকে..."

– (সূরা তাহরিম: ৬)

৩. যুব সমাজকে সচেতন ও দায়িত্ববান করে গড়া

করণীয়:

প্রেম-ভালোবাসা, ডেটিং ও হারাম সম্পর্কের বাস্তব বিপদ ও শাস্তি সম্পর্কে সঠিক আলোচনা

রোল মডেল তৈরি করা — যারা ধর্মীয়ভাবে সফল যুবক

হারাম সম্পর্কের ভয়াবহ বাস্তব কাহিনি তুলে ধরা (অপমান,

অবসাদ, আত্মহত্যা ইত্যাদি)

হাদীস: "পৃথিবীর সাত শ্রেণির মানুষের মধ্যে এক শ্রেণি হলো সেই যুবক, যে আল্লাহর ইবাদতে জীবন কাটি

য়েছে।"

– (বুখারী, মুসলিম)

৪. হালাল বিনোদন ও সামাজিক প্ল্যাটফর্ম চালু করা

করণীয়:

ইসলামী গান, কবিতা, শর্ট ফিল্ম, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনী বার্তা ছড়ানো

ইসলামি যুব ফোরাম, খেলাধুলা, ইসলামি সামাজিক ক্লাব গঠন

সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপে 'হালাল সম্পর্ক বনাম হারাম সম্পর্ক' বিষয়ে সচেতনতা ছড়ানো

থিসিসের সারাংশ: ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম সম্পর্ক

ভূমিকা:

আধুনিক যুগে প্রেম, লিভ টুগেদার, ভার্চুয়াল সম্পর্ক, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি হারাম সম্পর্ক সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যা ইসলামী মূল্যবোধকে হুমকির মুখে ফেলছে। ইসলাম হারাম

সম্পর্কের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং তা প্রতিরোধে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

হারাম সম্পর্ক: সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

- **হারাম সম্পর্ক:** ইসলামে যে কোনো সম্পর্ক যা বিবাহবহির্ভূত এবং লজ্জাশীলতার সীমা লঙ্ঘন করে তা হারাম বলে গণ্য হয়।
- **প্রকারভেদ:** প্রেম-ভালোবাসা, লিভ টুগেদার, পর্নগ্রাফি দেখা, ভার্চুয়াল প্রেম, সোশ্যাল মিডিয়াভিত্তিক ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নির্দেশনা

- **কুরআন:** "ব্যভিচারের ধারে-কাছে যেয়ো না" — (ইসরা: ৩২)
- **হাদীস:** চোখ, কান, হাত, মন — সবই জিনার পথে যেতে পারে। রাসুল ﷺ হারাম সম্পর্ক থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মাহরাম ও গায়রে মাহরাম: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

- মাহরাম: যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম এবং দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয।
- গায়রে মাহরাম: যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ এবং সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রিত।

হারাম সম্পর্কের আধুনিক রূপ ও মাধ্যম

1. **লিভ টুগেদার**: ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম ও জিনা।
2. **পর্নোগ্রাফি ও ভার্চুয়াল প্রেম**: চোখের জিনা, মন ও চরিত্র নষ্ট করে।
3. **সোশ্যাল মিডিয়া**: সহজেই প্রেম, ফ্রেন্ডশিপ, ইনবক্স, ভয়েস/ভিডিও চ্যাটের মাধ্যমে হারাম সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

হারাম সম্পর্কের পরিণতি

- **ব্যক্তিগত ক্ষতি:** মানসিক অস্থিরতা, আত্মঘৃণা, ইমান দুর্বলতা
- **পারিবারিক ক্ষতি:** সংসার ভাঙন, সন্তানদের মানসিক বিপর্যয়
- **সামাজিক ক্ষতি:** ব্যভিচারের বিস্তার, রোগ, পরিবার ধ্বংস
- **আখিরাতের শাস্তি:** কবর ও দোজখের ভয়াবহ শাস্তি

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি

- সাহাবিরা চোখ, মন, আচরণ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন।
- হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে কুরআনের আয়াত ও রাসুলের নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও করণীয়

1. **ইসলামী শিক্ষার প্রসার:** তাকওয়া, চরিত্র গঠন, হালাল-হারামের জ্ঞান
2. **পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ:** নামাজ, কুরআন চর্চা, পর্দা পালন, সন্তানদের খোলামেলা দিকনির্দেশনা
3. **মিডিয়া ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার:** অশ্লীলতা ব্লক, ইসলামি কনটেন্ট প্রচার
4. **হালাল বিকল্প ব্যবস্থা:** সহজ বিবাহ, ইসলামি ফোরাম, হালাল বিনোদন

উপসংহার

ইসলামে হারাম সম্পর্ক শুধু নিষিদ্ধই নয়, এটি মানুষের ইমান, চরিত্র ও সমাজের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। এর প্রতিরোধে ইসলামি শিক্ষা, তাকওয়া, হালাল প্রেম (বিবাহ), এবং পরিবার-সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই একমাত্র কার্যকর সমাধান।